রামায়ণ। রামায়ণ। রামায়ণ। রামায়ণ। রামায়ণ। রামায়ণ।

রা মা য় ণ

রামায়ণ। রামায়ণ। রামায়ণ। রামায়ণ। রামায়ণ। রামায়ণ।

কৃত্তিবাস
পণ্ডিত
বিরচিত

সম্পাদনা
ও ভূমিকা
সুখময়
মুখোপাধ্যায়

ভারবি ১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা-৭০০০৭৩

সূচিপত্র

প্রকাশকের নিবেদন
বিষয়সূচি
চিত্রসূচি
ভূমিকা

আ দি কা ণ্ড ৯৫-১৩৪

মঙ্গলাচরণ, রামায়ণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, আদ্যকবি বাল্মীকির রামায়ণ-রচনার কথা ৯৫; সূর্যবংশে রাজচক্রবর্তী দশরথ, কোশলরাজকন্যা কৌশল্যার সঙ্গে বিবাহ, কেকয়রাজকন্যা কেকয়ীর সঙ্গে বিবাহ, সিংহলরাজকন্যা সুমিত্রার সঙ্গে বিবাহ ৯৭ ; দশরথের শতেক বিবাহ, অপত্যহীনতা, অনাবৃষ্টি, নারদের আগমন, রথারোহণে দশরথের ভ্রমণ, অমরাবতী গমন, ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ প্রার্থনা ৯৮ ; ইন্দ্রের কথায় শনি-সন্নিধানে যাত্রা ও বিপত্তি, জটায়ু-কর্তৃক রক্ষা ও মিতালি, শনির চিন্তা : গণেশের মুণ্ডপাত বৃত্তান্ত ৯৯ ; দশরথকে শনির আশ্বাস, ইন্দ্রের বৃষ্টিবর্ষণ, দশরথের মৃগয়ায় গমন, অন্ধমুনির পুত্রবধ, মুনির শাপে পুত্রবর ১০০ ; সম্বরের সঙ্গে দশরথের যুদ্ধ, দৈত্যবধ, কেকয়ীর সেবায় আরোগ্য ১০১ ; দশরথের বিস্ফোট, কেকয়ীর সেবায় আরোগ্য, সন্তানলাভের জন্য ঋষ্যশৃঙ্গ-আনয়নের পরামর্শ, ঋষ্যশৃঙ্গের জন্ম, অঙ্গপাদ রাজ্যে অনাবৃষ্টিতে পরামর্শ-বৃত্তান্ত ১০৩ ; লোমপাদের ঋষ্যশৃঙ্গ-আনয়ন-বৃত্তান্ত ১০৪ ; দশরথের ঋষ্যশৃঙ্গ-আনয়ন, অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন ১০৫; দৈববাণী : বিষ্ণুর চার-অংশে জন্মের আশ্বাস, দেবগণের বিষ্ণুস্তুতি, রাবণের বৃত্তান্ত ১০৬ ; নারায়ণের আশ্বাস, দেবগণকে বানরী-গমনের আদেশ, দশরথ-কর্তৃক কৌশল্যা কেকয়ীকে চরু দান, উভয়ের সুমিত্রাকে প্রদান, মহিষীগণের গর্ভসঞ্চার ১০৭ ; দশরথের চারিপুত্রের জন্ম, রাবণের অমঙ্গল-সূচনা, আকাশবাণী ১০৯ ; রাবণ-কর্তৃক সাগরকুলে খর-দুষণ প্রভৃতি রাক্ষস প্রেরণ, দশরথ-পুত্রদের নামকরণ, সীতার জন্মকথা, মহাদেবের ধনু দান, জনকের প্রতিজ্ঞা ১১০ ; ধনুদর্শনে অন্য রাজপুত্রগণের ভয়, পুত্রগণসহ দশরথের ভাগীরথী-যাত্রা, গুহকের যুদ্ধ, রাম-গুহক মিতালি, ভরদ্বাজ-আশ্রমে রামের ইন্দ্রধনু লাভ ১১১; অযোধ্যায় বিশ্বামিত্রের আগমন, রামলক্ষ্মণসহ প্রস্থান, মন্ত্র দান, তাড়কাবধ ১১২ ; রামকে বিশ্বামিত্রের অস্ত্র দান, নানা পুরী-প্রদর্শন, সগর রাজার উপাখ্যান ১১৩ ; ভগীরথের গঙ্গা-আনয়ন-বৃত্তান্ত ১১৪ ; ইন্দ্রের সহায়তায় বাধা অপসারণ, সগরপুত্রগণের স্বর্গলাভ, সূর্যের তপোবনে

সূর্যবংশের জন্ম, ক্ষীরোদ-মন্থন-বৃত্তান্ত ১১৬; গৌতমের তপোবনে অহল্যার শাপ-বৃত্তান্ত, শাপমোচন, বিশ্বামিত্রের নিজ যজ্ঞস্থানে আগমন, রাক্ষস নিধন, জনকের সঙ্গে সাক্ষাৎ, সীতার কথা ১১৭ ; কার্তবীর্যার্জুনের ব্যর্থতা, জনকের নিমন্ত্রণে বিশ্বামিত্রের মিথিলা-যাত্রা, জনকের অভ্যর্থনা ১১৯ ; শতানন্দ কর্তৃক বিশ্বামিত্রের পূর্ব-বৃত্তান্ত কথন ১২০ ; বিশ্বামিত্র-বশিষ্ঠ-সৌদাসের কথা ১২১ ; অম্বরীষ ও সুকেশের কথা ১২২ ; রামের হরধনু ভঙ্গ, অযোধ্যায় দূত প্রেরণ ১২৩ ; দশরথের মিথিলায় আগমন, বশিষ্ঠ-কর্তৃক সূর্যবংশের বৃত্তান্ত কথা ১২৫ ; শতানন্দ-কর্তৃক চন্দ্রবংশ-বৃত্তান্ত-কথন ১২৬ ; রাম-লক্ষণ-ভরত-শত্রুঘ্নের অধিবাস ১২৭ ; মাঙ্গলিক-অনুষ্ঠান ও বিবাহ ১২৮ ; বিবাহেতে দশরথের বিদায় গ্রহণ ১৩০ ; সকলের অযোধ্যাযাত্রা, পরশুরাম কর্তৃক পথরোধ ১৩১ ; পরশুরামের ধনুতে রামের গুণারোপ, তেজ-হরণ ও স্বর্গরোধ ১৩২ ; অযোধ্যায় আগমন ও আনন্দ, দশরথ-কর্তৃক অন্ধমুনির শাপ-চিন্তা ১৩৩; ভরতকে মাতুলালয়ে প্রেরণ ১৩৪।

অ যো ধ্যা কা ণ্ড ১৩৫-১৭০

মঙ্গলাচরণ, সাতকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, দশরথের রাজসভা, রামের অভিষেক-প্রসঙ্গ, দশরথের রামকে রাজনীতি-উপদেশ, কৌশল্যার আনন্দ ১৩৬ ; রাজ্যাভিষেকে অধিবাস ১৩৮, কেকয়ীকে কুঁজীর কুমন্ত্রণা ১৩৯ ; দশরথের নিকট কেকয়ীর বর-প্রার্থনা ১৪১ ; দশরথের বিলাপ ১৪২ ; কেকয়ী-কর্তৃক রামকে বরদানের প্রসঙ্গ কথন, রামের পিতৃসত্য পালনের অঙ্গীকার ১৪৩ ; কৌশল্যার খেদ ১৪৫ ; লক্ষ্মণের ক্রোধ, সত্যপালনে শ্রীরামচন্দ্রের দৃঢ়সংকল্প ১৪৬ ; সীতা ও লক্ষ্মণের বনগমনের সংকল্প ১৪৭ ; পুরবাসীগণকে রামচন্দ্রের ধনদান, ব্রাহ্মণ ত্রিজটার প্রসঙ্গ ১৪৯ ; পুরবাসীজন ও দশরথের বিলাপ ১৫০ ; সীতার অলঙ্কার সজ্জা ১৫১ ; কৌশল্যার উপদেশ, রাম লক্ষ্মণ সীতার বনযাত্রা ১৫২ ; শৃঙ্গবের পুরীতে গমন, গুহক-মিলন, সুমন্ত্রের প্রতি রামের নির্দেশ সুমন্ত্রের বিদায় ১৫৫; চিত্রকূটে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে রামের অবস্থান, জয়ন্ত নামক কাকের কথা ১৫৬ ; যমুনার পারে মুনিদের নিকট রাম লক্ষ্মণ সীতার অবস্থান, সুমন্ত্রের প্রত্যাবর্তন ১৫৮ ; দশরথের মৃত্যু, মাতুলালয়ে ভরতের কুস্বপ্নদর্শন ১৫৯ ; অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন, কেকয়ীমুখে পিতার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ ১৬০ ; রামের বনবাসযাত্রা-বার্তা শ্রবণে ভরতের বিলাপ, জননীর প্রতি তিরস্কার-বাণী উচ্চারণ, শত্রুঘ্ন-কর্তৃক কুঁজীর লাঞ্ছনা ১৬১ ; কৌশল্যার খেদ ১৬২ ; ভরত-কর্তৃক পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পাদন ১৬৩ ; রামকে প্রত্যাবৃত্ত করার জন্য সদলবলে ভরতের যাত্রা, গুহক ও ভরদ্বাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ ১৬৫ ; ভরতের ত্রিশ অক্ষৌহিণী কটকের জন্য তপোবনে চিত্রকূটে ভরদ্বাজের অনিন্দ্য পুরী-নির্মাণ, দেবগণের আগমন, ভরত ব্যতীত আর সকলের দেববাঞ্ছিত সুখে আত্মবিস্মৃতি ১৬৭ ; রামের সঙ্গে ভরতের সাক্ষাৎ ১৬৮; ফল্গু নদীর জলে চারিভ্রাতার পুনরায় পিতৃশ্রাদ্ধক্রিয়া, রামের পাদুকা শিরে ভরতের স্বদেশযাত্রা ১৭০।

অ র ণ্য কা ণ্ড ১৭১-২২০

মঙ্গলাচরণ, যমুনা পারবর্তী বনে লক্ষ্মণ ও সীতাসহ রামের অবস্থিতি, রাবণের ভাই খরের অত্যাচারে ঐ বনবাসী মুনিগণের স্থানান্তরে গমন, রামের অস্তিকের আশ্রমে গমন ১৭১; মুনিপত্নী অনুগ্রহার কাছে সীতার আত্মকথন ১৭২ ; তিনজনের দণ্ডকারণ্যে গমন, বিরাধ রাক্ষস বধ ১৭৪ ; রামচন্দ্রের শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে গমন ১৭৫ ; ইন্দ্রপ্রদত্ত দিব্যাস্ত্রলাভ, মুনির শরীর ত্যাগ ১৭৬ ; রামের নানা বনে অবস্থিতি, অগস্ত্যাশ্রমে গমন, ইল্বোল বাতাপি বৃত্তান্ত ১৭৭ ; অগস্ত্য-নির্দেশে রামচন্দ্রের পঞ্চবটী-বাস, হিতৈষী জটায়ুর সঙ্গে পরিচয় ১৮১; তিন বৎসর অতিবাহন, কামার্তা শূর্পণখার নাসাকর্ণচ্ছেদন ১৮২ ; ভগ্নী-লাঞ্ছনার প্রতিশোধ নিতে রামচন্দ্রের সঙ্গে সসৈন্য খর দূষণের তুমুল যুদ্ধ, চৌদ্দ হাজার রাক্ষস ও উভয়ের মৃত্যু, দেবগণের রামস্তুতি ১৮৫ ; শূর্পণখার রাবণকে নিজ লাঞ্ছনা ও সসৈন্য খর দূষণের মৃত্যুসংবাদ-জ্ঞাপন ১৯২ ; রাবণকে সীতাহরণ কার্য থেকে নিবৃত্ত করার জন্য মারীচের উপদেশ ১৯৩ ; মায়ামৃগরূপী মারীচের ছলনা, রাম লক্ষ্মণের আশ্রমত্যাগ ১৯৪; ছদ্মযোগীবেশধারী ভিক্ষার্থী রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ, ১৯৫ ; সীতাবিলাপ, রাবণের সঙ্গে জটায়ুর যুদ্ধ ও পরাজয় ১৯৭; অপহৃতা সীতার বিলাপ, অভিজ্ঞান-চিহ্ন হিসাবে আভরণত্যাগ, সম্পাতি-পুত্র সুপার্শ্বের প্রসঙ্গ, সীতাসহ রাবণের লঙ্কাপ্রবেশ ১৯৯ ; শোকসন্তপ্তা সীতা, অশোককাননে বন্দিনী সীতা ২০০ ; ব্রহ্মার পরামর্শে দেবরাজ ইন্দ্র-কর্তৃক সীতাকে পরমান্ন ভক্ষণ করানো, সীতাবিরহে শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ, সীতা-অন্বেষণ ২০১ ; চকোরের প্রতি রামচন্দ্রের অভিশাপ, বককে বরদান ২১০ ; জটায়ুর কাছে সীতাহরণের বার্তাশ্রবণ, বিষ্ণুভক্ত জটায়ুর স্বর্গলাভ ২১৪ ; সংক্ষিপ্ত কাহিনীসূত্র পুনঃবর্ণন ২১৫ ; শোকোন্মত্ত রামের বিলাপ ২১৬ ; রামচন্দ্র-কর্তৃক শাপগ্রস্ত কবন্ধকের শাপমোচন ২১৭ ; ঋষ্যমূক পর্বতে সুগ্রীবের সঙ্গে মিত্রতা-সাধনের জন্য তার পরামর্শ, শ্রবণার উপাখ্যান ২১৯।

কি ষ্কি ন্ধা কা ণ্ড ২২১-২৫২

মঙ্গলাচরণ, সংক্ষিপ্ত কাহিনীসূত্র ও কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের বিষয়, রাম লক্ষ্মণের পর্বত শিখরে সঞ্চরণ, সুগ্রীবের শত্রুভয়, তপস্বী বেশে হনুমানের অনুসন্ধান ২২১ ; রাম লক্ষ্মণের সঙ্গে সুগ্রীবের মিতালি, সুগ্রীবের সীতাহরণের বৃত্তান্ত কথন, আভরণ প্রদর্শন, রামের বিলাপ, সীতা-উদ্ধারের জন্য অগ্নিসাক্ষী মিতা সুগ্রীবের প্রতিজ্ঞা ২২২ ; সুগ্রীবের আত্মকাহিনী, বালীর সঙ্গে তার বিবাদ ও বালীর পরাক্রমের বৃত্তান্ত ২২৩ ; রামচন্দ্রের শস্ত্রনৈপুণ্য প্রদর্শন ২২৬ ; বালীবধ করে সুগ্রীবকে নিশ্চিন্ত করার জন্য রামচন্দ্রের প্রতিজ্ঞা, বালী সুগ্রীবের যুদ্ধ, সুগ্রীবের পরাজয় ২২৭ ; বালীর সঙ্গে পুনঃসংগ্রামে রামচন্দ্র-কর্তৃক বালীবধ, রামের প্রতি বালীর ক্রোধ ধিক্কারবাণী ২২৮ ; রামের প্রত্যুত্তর, বালীর ক্ষমাপ্রার্থনা ১১২ ; তারার বিলাপ, রামের প্রতি অভিশাপ ২৩১ ; বালীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, সুগ্রীব অঙ্গদের অভিষেক

২৩৩ ; সীতাবিরহে রামের শোক, সুগ্রীবের কাছে ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণের দৌত্য ২৩৪ ; সুগ্রীবকে হনুমানের পরামর্শ দান, সুগ্রীব-লক্ষ্মণ কথোপকথন ২৩৬ ; সুগ্রীবের সৈন্যসংগ্রহ ও রামের সঙ্গে মিলন ২৩৮ ; সীতা-অন্বেষণে সুগ্রীবের পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিকে সৈন্যপ্রেরণ ২৩৯ ; সীতা-অন্বেষণে বানরগণসহ অঙ্গদের পাতালপ্রবেশ, ব্যর্থ অঙ্গদ ও বানর সেনাগণের উপবাসে প্রাণত্যাগের সংকল্প ২৪৬ ; সম্পাতির সঙ্গে সাক্ষাৎ ২৪৯ ; অশক্ত সম্পাতির নূতন পক্ষলাভ, সীতার সন্ধানপ্রাপ্তি, সাগরলঙ্ঘনের উদ্যোগ ২৫১।

সুন্দরকাণ্ড ২৫৩-৩০০

মঙ্গলাচরণ, গয়, গবাক্ষ, গরাই, জাম্বুবান প্রমুখের সাগরলঙ্ঘনে অসমার্থ্য-জ্ঞাপন ২৫৩ ; অঙ্গদের সাগরলঙ্ঘনের সিদ্ধান্ত, বানরগণের হনুমানকে সাগরলঙ্ঘনের জন্য অনুরোধ, জাম্বুবান-কর্তৃক হনুমানের জন্ম ও জীবনবৃত্তান্ত কথন ২৫৫ ; হনুমানের সাগরলঙ্ঘনের উদ্যোগ ২৫৭ ; সুরমা সাপিনীর বাধাদান ২৫৮ ; মৈনাকের সখ্যলাভ ২৫৯ ; সিংহিকা রাক্ষসীবধ, সাগরলঙ্ঘন, লঙ্কাপ্রবেশ, পার্বতীসখী উগ্রচণ্ডার লঙ্কাত্যাগ ২৬০ ; অর্ধরাত্রিব্যাপী হনুমানের ব্যর্থ সীতা অন্বেষণ ২৬১ ; অশোককাননে প্রবেশ, নেপথ্য থেকে সীতা সন্দর্শন ২৬৩ ; কামার্ত রাবণের অশোকবনে আগমন, সীতার প্রতি অনুনয় ২৬৫ ; সীতার প্রতি চেড়িগণের দুর্ব্যবহার ২৬৬ ; সীতার বিলাপ, ত্রিজটার দুঃস্বপ্ন দর্শন, সীতার নিকট হনুমানের আত্মপরিচয় দান, রামের অভিজ্ঞান-অঙ্গুরীয় প্রদান, সীতার খেদ ২৬৮ ; সীতা-হনুমান সংবাদ, হনুমানকে সীতার দিব্য শিরোমণি দান ২৭০ ; হনুমানকে সীতার পঞ্চফল দান ও ভক্ষণ, হনুমান-কর্তৃক রাবণের অমৃতবন ভঞ্জন, রক্ষীদের নিধন ২৭২ ; হনুমানের সঙ্গে তালজঙ্ঘ, সিংহনাদ, জাম্বুমালী, শোণিতাক্ষ, বিড়ালাক্ষ প্রভৃতি রাক্ষসবীর এবং রাজপুত্র অক্ষয়কুমারের যুদ্ধ ও মৃত্যুবরণ ২৭৫ ; ইন্দ্রজিৎ-হনুমান যুদ্ধ, বন্দি হনুমানের রাবণের রাজসভায় আনয়ন ২৭৮ ; হনুমানের লঙ্কাদাহন ২৮০ ; সীতার কাছ থেকে হনুমানের বিদায়-গ্রহণ, বানর সৈন্যবাহিনীসহ কিষ্কিন্ধা-যাত্রা ২৮২ ; অঙ্গদের বানরবাহিনী-কর্তৃক দধিমুখের মধুবন ভঞ্জন, সুগ্রীবের কাছে দধিমুখের অভিযোগ ২৮৪ ; হনুমানের আগমন, সীতানুসন্ধানের বার্তা-নিবেদন ২৮৫ ; রামের খেদ, সমুদ্রবন্ধনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বানর-সৈন্যবাহিনীসহ সমুদ্রতীরে গমন ২৮৭ ; রাবণের প্রতি মাতামহ মাল্যবান, জননী নিকষা, ভ্রাতা বিভীষণের পরামর্শ, রাবনের প্রত্যাখ্যান, বিভীষণের বুকে রাবণের পদাঘাত ও লঙ্কাত্যাগ ২৮৮ ; নল, আনল প্রমুখ চারি মন্ত্রীসহ ধর্মনিষ্ঠ বিভীষণের রামের শরণ গ্রহণ ২৯২ ; রামচন্দ্রের কলি-বিবরণ কথন ২৯৪ ; বিভীষণের অভিষেক ২৯৫ ; রামচন্দ্র-কর্তৃক সাগরের আরাধনা, রামের ক্রোধ, সাগর-কর্তৃক রামকে সেতুবন্ধনের পরামর্শ প্রদান ২৯৬ ; নলের নেতৃত্বে সেতুবন্ধন ২৯৭ ; সংবাদ শুনে রাবণের বিস্ময় প্রকাশ ও চিন্তা ২৯৮ ; রামচন্দ্র ও সুগ্রীব-কর্তৃক নলের সংবর্ধনা, নল-কর্তৃক শিব-দেউল নির্মাণ, রামের শিবপূজা, সাগর অতিক্রম, লঙ্কাপ্রবেশ, রাবণের দুশ্চিন্তা ২৯৯।

লঙ্কাকাণ্ড ৩০১-৪৭১

মঙ্গলাচরণ, লঙ্কাকাণ্ডের উপক্রমনিকা, রাবণের চর শুক-সারণের রামসৈন্যবাহিনীর সংবাদসংগ্রহের চেষ্টা ৩০১, বিভীষণ ও বানর সেনাপতিদের দ্বারা নিগ্রহ, রামচন্দ্রের ক্ষমাপ্রদর্শন, শুক-সারণের রাবণের কাছে রামকাহিনী সংক্রান্ত সংবাদ দান ৩০২ ; রাবণ-কর্তৃক শ্রীরামের কটক দর্শন ৩০৪; শার্দূলাদি পাঁচ চরের সংবাদ-সংগ্রহার্থে গমন, রাবণের নিকট প্রতিবেদন ৩০৭ ; রাবণের আদেশে বিদ্যুৎ-জিহ্বা-কর্তৃক মায়ামুণ্ড নির্মাণ, রাবণ-কর্তৃক সীতাকে মায়ামুণ্ড প্রদর্শন ৩০৯ ; সীতার বিলাপ ৩১০ ; সরমা-কর্তৃক প্রকৃত তথ্যজ্ঞাপন, সীতাকে সান্ত্বনাদান ৩১২ ; রাবণ জননী-কর্তৃক সীতা প্রত্যর্পণের উপদেশ, রাবণের ক্রোধ ৩১৩ ; পাত্র মিত্র মন্ত্রিগণ মাতামহ-ভ্রাতা মাল্যবান প্রমুখের রাবণকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হওয়ার জন্য পরামর্শদান ৩১৪ ; অহঙ্কারী ক্রুদ্ধ রাবণ-কর্তৃক লঙ্কার চার দুয়ারে বিপুল সৈন্যসজ্জা ৩১৫ ; সরমা-কর্তৃক সীতাকে সমস্ত সংবাদজ্ঞাপন, লঙ্কার চার দুয়ারে বানর সৈন্যসজ্জা ৩১৬ ; চরমুখে রামের রক্ষশক্তির সংবাদ-সংগ্রহ ৩১৭ ; সুমেরু পর্বতের উপর থেকে রাবণের লঙ্কাপুরী দর্শন ৩১৯ ; রামচন্দ্র কর্তৃক অঙ্গদকে আহ্বান ও দৌত্যকার্যে রাবণের রাজদ্বারে প্রেরণ ৩২১; রাজসভাসীন রাবণ ৩২২ ; অঙ্গদের আগমন, রাবণের প্রতি তিরস্কার বাণী উচ্চারণ (অঙ্গদের রায়বার) ৩২৩ ; রাবণের মাথার মুকুটসহ রামসমীপে প্রত্যাবর্তন ৩২৯ ; অঙ্গদ-কর্তৃক রামকে লঙ্কাদৌত্যের বিবরণ দান ৩৩০ ; দেবগণের লঙ্কাপুরী আগমন, হরগৌরী সংবাদ ৩৩১ ; সসৈন্য ইন্দ্রজিতের যুদ্ধযাত্রা, বানর ও রাক্ষস সৈন্যে তুমুল যুদ্ধ ৩৩৩ ; ইন্দ্রজিতের যজ্ঞ, অগ্নির বরলাভ, অঙ্গদের সঙ্গে প্রবল যুদ্ধ, পরাক্রম দর্শনে ইন্দ্রজিতের যুদ্ধভঙ্গ ৩৩৫ ; প্রচণ্ড, তপন, বিদ্যুন্মালী, সুবর্ণ, সুষেণ, প্রঘস, মিত্রঘ্ন, বজ্রমুষ্টি, অশ্বপ্রভা প্রমুখ রাক্ষস বীরের যুদ্ধ ও মৃত্যু ৩৩৬ ; রাম লক্ষ্মণের প্রচণ্ড যুদ্ধ ও শত্রু সংহার ৩৩৭; মায়াবলে ইন্দ্রজিতের মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ, রামলক্ষ্মণকে নাগপাশে বন্ধন ৩৩৮; বন্ধন-দর্শনে সীতার বিলাপ ৩৪১ ; ত্রিজটার সান্ত্বনা দান ৩৪২ ; গরুড় কর্তৃক রাম লক্ষ্মণের নাগপাশ বন্ধন-মুক্তি ৩৪৩ ; ধূম্রাক্ষ, অকম্পন, প্রহস্ত—তিন রাক্ষসবীরের যুদ্ধ ও মৃত্যু ৩৪৪ ; রাবণের প্রথম যুদ্ধযাত্রা, বিভীষণ কর্তৃক রাবণ-সৈন্যের পরিচায়ন ৩৪৮ ; অঙ্গদ, হনুমান, নীল, লক্ষ্মণের রাবণের সহিত যুদ্ধ ও পরাজয় ৩৪৯, রামের সঙ্গে প্রথম যুদ্ধ, রাবণের পরাজয় ও রণে ভঙ্গদান ৩৫৩ ; পরাজিত রাবণের পূর্বকথা-স্মরণ, কুম্ভকর্ণের অকাল-নিদ্রাভঙ্গ, যুদ্ধযাত্রা ৩৫৪; কুম্ভকর্ণের যুদ্ধ, সুগ্রীবকে বন্দিকরণ, সুগ্রীবের উদ্ধারলাভ ৩৬০; শ্রীরামচন্দ্র-কর্তৃক কুম্ভকর্ণ-নিধন ৩৬৪ ; রাবণের খেদ, ত্রিশিরা, দেবান্তক, নরান্তক, মহোদর, মহাপাশ এবং অতিকায়ের যুদ্ধযাত্রা ও মৃত্যুবরণ ৩৬৫ ; রাবণের বিলাপ, ইন্দ্রজিতের যুদ্ধযাত্রা, জননী মন্দোদরী ও নিহত রাক্ষসসৈন্যপত্নীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ৩৭০; ইন্দ্রজিতের প্রবল যুদ্ধ এবং যুদ্ধে সুগ্রীব অঙ্গদ নীল প্রমুখ বানরবীর এবং রাম ও লক্ষ্মণের পতন ৩৭৩; জাম্বুবানের পরামর্শে সঞ্জীবনী ঔষধ আনার জন্য হনুমানের গমন, মহীধর পর্বত আনয়ন, বানরকটক ও রাম-লক্ষ্মণাদির চেতনা প্রাপ্তি ৩৭৭ ; রামবাহিনীর

পুনর্জীবন প্রাপ্তিতে রাবণের শঙ্কা ও লঙ্কার বহির্দ্বার রোধ, বানর সৈন্যগণ কর্তৃক লঙ্কাপুরীতে অগ্নিসঞ্চার ৩৭৯ ; সর্বধর, বজ্রকণ্ঠ, সখীপাল, শোণিতাক্ষ প্রমুখ ছয় রাক্ষসের যুদ্ধ ও মৃত্যু ৩৮০ ; কুম্ভ ও নিকুম্ভের যুদ্ধ—সুগ্রীব ও হনুমানের হাতে উভয়ের মৃত্যু ৩৮১ ; খর রাক্ষসের পুত্র মকরাক্ষসের যুদ্ধ ও মৃত্যু ৩৮৪ ; ইন্দ্রজিতের দ্বিতীয়বার যুদ্ধ, বিষবর্ষণে রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীবাদির পরাজয়-মূর্চ্ছা, হনুমান বিভীষণের গরুড় সন্নিধানে গমন, তিনজনের ইন্দ্র সমীপে গমন, অমৃত আনয়ন, সকলের পুনর্জীবন-প্রাপ্তি ৩৮৬ ; অগ্নি পূজান্তে ইন্দ্রজিতের তৃতীয়বার যুদ্ধযাত্রা, ইন্দ্রজিতের নির্দেশে বিদ্যুৎজিহ্ব কর্তৃক মায়াসীতা নির্মাণ ৩৮৭ ; ইন্দ্রজিতের মায়াসীতা-বধ, রামের শোক ৩৯০ ; বিভীষণ-কর্তৃক ইন্দ্রজিৎ-বিনাশের উপায় কথন ৩৯১ ; ইন্দ্রজিতের যজ্ঞভঙ্গ, ইন্দ্রজিত-বিভীষণ বাদানুবাদ ৩৯২ ; ইন্দ্রজিতের মৃত্যু ৩৯৫ ; দেবগণের ও রামচন্দ্রের আনন্দ ৩৯৬ ; সুষেণ-কর্তৃক আহত লক্ষ্মণের চিকিৎসা, ইন্দ্রজিতের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে রাবণ মন্দোদরীর বিলাপ ৩৯৮ ; রাবণ-জননী নিকষা কর্তৃক মহীরাবণকে যুদ্ধে প্রেরণের পরামর্শ-দান রাবণের মহীরাবণকে আহ্বান, আনুপূর্ব ঘটনা বর্ণন, মহীরাবণের রামলক্ষ্মণাদিকে নিধনের সংকল্প-গ্রহণ ৩৯৯ ; বিভীষণ-কর্তৃক মহীরাবণ-সংবাদ সংগ্রহ, মহীরাবণের জন্ম-বৃত্তান্ত, বিভীষণ কর্তৃক আসন্ন যুদ্ধের প্রস্তুতি পন্থা বর্ণন ও অনুরূপ প্রস্তুতি গ্রহণ ৪০০ ; বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, ভরত, কৌশল্যা, কেকয়ী প্রভৃতি নানা মায়ামূর্তিতে রামকটকে প্রবেশের ব্যর্থ-চেষ্টা ৪০৪ ; ছদ্ম-বিভীষণ মূর্তিতে মহীরাবণের প্রবেশ, রামলক্ষ্মণকে হরণপূর্বক পাতালপুরীতে প্রস্থান ৪০৫ ; বানরগণের মন্ত্রণা ৪০৭ ; হনুমানের পাতালপ্রবেশ ৪১০ ; ভদ্রকালী সমীপে আনতশির মহীরাবণের মস্তক ছেদন, ৪১১ ; মহীরাবণ-পুত্র অহিরাবণ বধ ৪১২ ; রামলক্ষ্মণের উদ্ধারসাধন, রাবণ ও মন্দোদরীর বিলাপ ৪১৪ ; সীতাবধের জন্য রাবণের অশোককাননে যাত্রা, জনৈক সুবুদ্ধি পাত্র-কর্তৃক রাবণকে নিবৃত্তকরণ, রাবণের যুদ্ধযাত্রা, রাক্ষসকটকের পরাজয় ৪১৫ ; পুনরায় যুদ্ধযাত্রা, প্রচণ্ড যুদ্ধ ৪১৬ ; লক্ষ্মণের প্রতি শেলপাট (শক্তিশেল) নিক্ষেপ ৪১৯ ; অচেতন লক্ষ্মণের জন্য রামের বিলাপ ৪২১ ; সুষেণের পরামর্শক্রমে বিশল্যকরণী আনয়নে হনুমানের যাত্রা ৪২২ ; হনুমান কর্তৃক উদীয়মান সূর্যকে কক্ষতলে স্থাপন ৪২৪ ; গন্ধকালী অপ্সরা-উদ্ধার ৪২৫ ; মায়াতপস্বী কালনিমা-সংহার, পথিমধ্যে গন্ধর্ববধ ৪২৬ ; গন্ধমাদন পর্বত-সহ লঙ্কাযাত্রা, নন্দিগ্রামে ভরতের সঙ্গে সাক্ষাৎ ৪২৮; গন্ধমাদনসহ লঙ্কা প্রবেশ ও লক্ষ্মণের পুনর্জীবন প্রাপ্তি ৪৩০ ; গন্ধমাদন পর্বতকে যথাস্থানে পুনঃস্থাপনের জন্য হনুমানের যাত্রা, সাত রাক্ষসবীরের বাধাদান, বিজয়ী হনুমানের গন্ধমাদন-স্থাপন ও বিশল্যকরণীর সাহায্যে মৃত গন্ধর্বদের পুনর্জীবিতকরণ ৪৩১ ; হনুমান-কর্তৃক বন্দি সূর্যকে মুক্তিদান, সমস্ত ঘটনার বিবরণ দান, রামচন্দ্রের আশীর্বচন ৪৩৩ ; রাবণ-সেনাপতি ভস্মলোচনের যুদ্ধ ও মৃত্যু ৪৩৪ ; বীরশূন্য লঙ্কাপুরীতে রাবণের অন্তিম যুদ্ধসজ্জা, মন্দোদরীর বিলাপ ৪৩৫ ; রামের দৈবরথ প্রাপ্তি, সপ্তদিবানিশাব্যাপী রাম-রাবণের যুদ্ধ ৪৩৬ ; রামের ব্রহ্মাস্ত্র-যোজনা, বৈকুণ্ঠনাথ রামের প্রতি রাবণের স্তুতিবাচন ৪৪১ ; সীতা-প্রত্যর্পণের জন্য লঙ্কাপুরী গমন, দেবগণের পরামর্শে পবনের উন্মাদ বায়ুরূপে রাবণ-উদরে অবস্থিতি, কুপিত রাবণের প্রত্যাবর্তন, ব্রহ্মাস্ত্রে রাবণের মৃত্যু, দেবগণ সুগ্রীবসহ বানর সৈন্যের উল্লাস ৪৪২ ; রাবণের মৃত্যুতে বিভীষণের বিলাপ, রামের সান্ত্বনাদান, মন্দোদরীসহ রাবণের দশসহস্র মহিষীর বিলাপ, বিভীষণের সান্ত্বনাদান ৪৪৩ ; রামের উদ্যোগে বিভীষণ-কর্তৃক রাবণের সংস্ক্রিয়া ৪৪৫ ; রামসমীপে মন্দোদরীর আগমন, প্রণতা মন্দোদরীকে সীতাভ্রমে রাম-কর্তৃক জন্ম এয়োস্ত্রী থাকার বরদান, মন্দোদরীর আত্মপরিচয় দান ৪৪৭ ; রামচন্দ্র-কর্তৃক রাবণের অনির্বাণ চিতা-প্রজ্জ্বলনে মন্দোদরীর চির-এয়োস্ত্রী থাকার বরদান, বিভীষণকে লঙ্কার রাজপদে স্থাপন ৪৪৮ ; সীতাসমীপে হনুমান, রাবণবধ বৃত্তান্ত-কথন ৪৪৯; বিভীষণের অনুরোধে সীতার অঙ্গসংস্কার, রাম-সমীপে যাত্রা; মন্দোদরীর অভিশাপ ৪৫১ ; রামচন্দ্র-কর্তৃক দশ মাস রাক্ষসাবরোধবাসিনী সীতা-বর্জনের সিদ্ধান্ত ৪৫২ ; সীতার অগ্নিতে আত্মাহুতি-দানের সংকল্প ও অগ্নি-প্রবেশ ৪৫৩ ; রামের বিলাপ, দুঃখিত দেব, রাক্ষস ও বানরগণের শোক ৪৫৪ ; প্রজাপতি ব্রহ্মাসহ দেবগণের আগমণ ৪৫৫ ; অগ্নি-কর্তৃক সীতা-প্রত্যর্পণ, ব্রহ্মা-কর্তৃক রামচরিত মহিমা কীর্তন ৪৫৬; ব্রহ্মা-কর্তৃক রামচন্দ্রকে সীতা-সমর্পণ, রাম-সীতা মিলন ৪৫৭ ; বিভীষণের পুষ্পক-রথ আনয়ন, রামের অযোধ্যাযাত্রা ৪৫৯ ; রামেশ্বরে শিবলিঙ্গ-স্থাপন, লক্ষ্মণ-কর্তৃক সাগরের বন্ধন-মোচন ৪৬০ ; রামের ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে আতিথ্য-গ্রহণ, অযোধ্যার কুশল-জিজ্ঞাসা, ভরদ্বাজ মুনি-কর্তৃক স্বর্গীয় কল্পতরু ও কামধেনুর সাহায্যে অতিথি-সৎকার ৪৬২; রামের বার্তাবহ হনুমানের গুহক চণ্ডালের সঙ্গে সাক্ষাৎ ৪৬৩ ; রাম-গুহক মিলন, হনুমান-ভরত সাক্ষাৎকার, রামের আগমন-বার্তা নিবেদন, ভরত-কর্তৃক হনুমানের সম্মাননা ৪৬৪; ভরত-নির্বন্ধে হনুমানের রাম-বৃত্তান্ত কথন ৪৬৬ ; রামচন্দ্রের আগমন সংবাদে নন্দিগ্রামে উৎসবসজ্জা ৪৬৭ ; রাম ও ভরতের মিলন, মাতৃগণের সঙ্গে রামের পুনর্মিলন ৪৬৮ ; সুগ্রীব বিভীষণ ভরত ও পরিজনাদিসহ রামের অযোধ্যা-প্রবেশ ৪৬৯ ; নিশান্তে রামচন্দ্রের অভিষেক, রামমাহাত্ম্য বর্ণন ৪৭১।

উ ত্ত র কা ণ্ড ৪৭২-৫৫৮

মঙ্গলাচরণ, মুনিগণের আগমন ৪৭২ ; লক্ষ্মণের ব্রহ্মচর্য পালনের কথা ৪৭৪ ; অগস্ত্য মুনির রাক্ষসদের জন্মবৃত্তান্ত কথন, মালী প্রভৃতির জন্ম ৪৭৫ ; রাক্ষস-রাজ্য স্থাপন, গজকচ্ছপের যুদ্ধ ৪৭৬ ; গরুড়-পবন যুদ্ধ ৪৭৭ ; বিষ্ণুর মালীবধ ৪৭৮ ; কুবেরের জন্ম, বরলাভ ও লঙ্কায় রাজত্ব ৪৮০ ; রাবণাদির জন্ম, তপস্যা ও বরলাভ ৪৮১ ; কুবেরের লঙ্কাত্যাগ, রাবণের লঙ্কাধিকার, রাবণাদির বিবাহ ও মেঘনাদের জন্ম ৪৮৩ ; রাবণের দিগ্বিজয়, কুবেরবিজয় ৪৮৫ ; রাবণের প্রতি নন্দীর অভিশাপ, রাবণের কৈলাস উত্তোলনের ব্যর্থ চেষ্টা, বেদবতীর প্রতি রাবণের অত্যাচার, বেদবতীর অভিশাপ ৪৮৭ ; মরুত্তবিজয়ের কথা ৪৮৮ ; অযোধ্যারাজ অনারণ্যবিজয়, অনারণ্যের অভিশাপ ৪৯০ ; কার্তবীর্যার্জুন ও রাবণের সংগ্রাম, রাবণের পরাজয় ও বন্দিত্ব ৪৯১ ; রাবণের মুক্তি, উভয়ের মিতালি ৪৯৩;

বালীহস্তে রাবণের লাঞ্ছনা, উভয়ের মৈত্রী ৪৯৪ ; রাবণের যম-বিজয়ার্থ যাত্রা, যমলোক-পরিক্রমা ৪৯৬ ; যমের পরাজয় ৪৯৮ ; রাবণের পাতালযাত্রা, বাসুকির পরাজয়, নিবাতকবচ-রাবণের যুদ্ধ, মৈত্রী ৪৯৯ ; বরুণপুরী-বিজয়, বলি ও রাবণ ৫০০ ; পর্বত মুনি ও রাবণ ৫০২ ; মান্ধাতা-রাবণ যুদ্ধ, প্রীতিস্থাপন, রাবণের চন্দ্রলোক বিজয় ৫০৩ ; জম্বুদ্বীপে গমন ও কপিল মুনির বিবরণ ৫০৪ ; রাবণ ও রম্ভা, নলকুবেরের অভিশাপ ৫০৭ ; শূর্পণখার বৈধব্য, মেঘনাদের যজ্ঞ ৫০৮ ; রাবণের স্বর্গবিজয় যাত্রা ৫০৯ ; রাবণ-মধু-সংবাদ, অমরাবতী-অবরোধ ৫১০ ; দেবতাদের পরাজয় ৫১২ ; মেঘনাদের ইন্দ্রজিৎ নাম ও বরপ্রাপ্তি ৫১৬; ইন্দ্রের মুক্তি, গৌতম-অহল্যা-ইন্দ্রের বৃত্তান্ত ৫১৮ ; হনুমানের বিবরণ ৫১৯ ; মুনিগণের বিদায়, অযোধ্যার প্রমোদ-উদ্যান ও পুরীতে রামসীতার নর্ম-যাপন ৫২১ ; ভদ্রের রামকে সীতাপবাদের জনশ্রুতি নিবেদন ৫২৩ ; শ্বশুর-জামাতা রজকের বাক্যে জনশ্রুতির সমর্থন, সীতার বনবাস ৫২৪; রামের সুবর্ণ-সীতা নির্মাণ, রাজসভাসীন রাম, নৃগ রাজার উপাখ্যান ৫২৭ ; কুকুর ও সন্ন্যাসী, কালাঞ্জর-রাজার বৃত্তান্ত ৫২৮ ; ভার্গব মুনির আগমন, লবণ দৈত্যের সংবাদ, লবণের মান্ধাতা-হত্যা শ্রবণে শত্রুঘ্নের যাত্রা ৫৩১ ; লবণবধ ৫৩৫ ; পুত্রহারা ব্রাহ্মণ দম্পতির বিলাপ, শূদ্র তপস্বীবধে রামের যাত্রা ৫৩৬ ; শূদ্রবধ, ব্রাহ্মণপুত্রের পুনর্জীবনলাভ, গৃধ্নিী-পেচকের কলহ ৫৩৭ ; অগস্ত্য-আশ্রমে রামের অলঙ্কারলাভ ও মৃতাহারী দৈত্যের আখ্যান শ্রবণ ৫৩৯ ; দণ্ডের কাহিনী ৫৪০ ; রামের যজ্ঞ করার সংকল্প ৫৪১ ; বৃত্রাসুর বধ, ইলা রাজার বৃত্তান্ত ৫৪২ ; অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন ৫৪৪ ; সশিষ্য বাল্মীকির আগমন ৫৪৫ ; লবকুশের রামায়ণ গান ৫৪৬ ; সীতা-আনয়ন, পরীক্ষার প্রস্তাব ৫৪৮ ; সীতার পাতাল প্রবেশ ৫৫০ ; লবকুশের বিলাপ ও সান্ত্বনা, পৃথিবীর প্রতি রামের কোপ, ব্রহ্মার সান্ত্বনা দান ৫৫২ ; দশরথ-পত্নীগণের মৃত্যু, ভরতের মাতুলালয়ে গমন, গন্ধর্ববধ ৫৫৩ ; রামাদির অষ্টপুত্রকে রাজ্যদান, কালপুরুষের আগমন ৫৫৪; লক্ষ্মণ-বর্জন ৫৫৫ ; রামের বিলাপ, ভরত, শত্রুঘ্ন, বানর ও রাক্ষসগণের আগমন, রামের উপদেশ ৫৫৭, স্বর্গারোহণ ৫৫৮।

দুরূহ ও অপ্রচলিত শব্দের অর্থ ৫৫৯

চিত্রসূচি

অযোধ্যাকাণ্ড

এই কথাবার্ত্তা কহিয়া যান তিনজন।
প্রবেশ করিলা গিয়া অগস্ত্য কানন॥ ১৫৭

ভরত বলেন কুস্বপ্ন দেখিলু রাত্রিশেষে।
চন্দ্রসূর্য্য ভূমে পড়ে খসিয়া আকাশে॥ ১৫৯

অরণ্যকাণ্ড

ঘরেতে আছিল ফল আন্যাছেন লক্ষ্মণ।
ভিক্ষা লৈয়া সীতা দেবী করিলা গমন॥ ১৯৫

সুন্দরকাণ্ড

হনুমান লঙ্কা পোড়ায় পবন বায়ু মেলে।
মেঘের গর্জ্জনে যেন ঘরের অগ্নি জ্বলে॥ ২৮০

লঙ্কাকাণ্ড

রথের উপর বসিয়া বাণ বরিষে রাবণ।
দশ দিগ জলস্থল ছাইল গগন॥ ৪৩৬

উত্তরকাণ্ড

এত যদি লক্ষ্মণ কহিলা নিষ্ঠুর বাণী।
ধারা শ্রাবণ যেন সীতার চক্ষে পড়ে পানি॥ ৫২৬

চক্ষুর কোণে না দেখেন সীতা আপন ছাওয়ালে।
রামের চরণ দেখ্যা সীতা সাঁধ্যাল পাতালে॥ ৫৫০